তারিখ 04 OCT 2016

যুগান্তর

ইবি ভিসির ইউটার্ন

পার পেয়ে যাচ্ছেন সেই দুই কর্মকর্তা

আব্দুল্লাহ আল মামুন, *ইবি থেকে*

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. রাশিদ আসকারি হঠাৎ করেই ইউটার্ন নিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামীপন্থী সিনিয়র শিক্ষকরা। ফলে কর্মকর্তা পেটানোর ঘটনায় সাময়িক বহিষ্কৃত সেই দুই কর্মকর্তা পার পেয়ে গেলেন। সম্প্রতি তদন্ত কমিটির দেয়া প্রতিবেদনে তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হলেও সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিন্ডিকেট মিটিংয়ে তাদের শাস্তি কমিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে প্রশাসনের দাবি তদন্ত কমিটির সুপারিশ আমলে নিয়েই ১১ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। রোববার রাতে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সিন্ডিকেটে তাদের মুচলেকার মাধ্যমে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে বলে সিন্ডিকেট সভা সূত্রে নিশ্চিত করেছে। এদিকে ওই কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি দেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন শিক্ষক মহল।

রেজিস্ট্রার অফিস ও সিন্ডিকেট সভা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যমতে, গত ৪ মে তৎকালীন ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকারপন্থী এবং প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. শাহিনুর রহমানপন্থী শিক্ষক- কর্মকর্তাদের পাল্টাপাল্টি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধন শুরুর আগে প্রো-ভিসিপন্থী কর্মকর্তারা ভিসিপন্থী কর্মকর্তাদের ওপর হমলা চালায়। এতে মীর মোর্শেদ গুরুতর আহত হয়। এছাড়াও মনিরুল ইসলাম, হারুন উর রশিদসহ ৭ কর্মকর্তা আহত হন। ওই ঘটনায় ৬ মার্চ আলমগীর হোসেন খান এবং আবদুল হান্নানকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। এছাড়াও ওই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রফেসর ড. রুহুল কে এম সালেহকে প্রধান করে ৬ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। রোববার তারা বহিষ্কৃত ওই দুই কর্মকর্তাকে দোষী সাব্যস্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রোববার রাতে এক জরুরি সিন্ডিকেট (বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্ত্রিসভা) আহ্বান করা হয়। ভিসি প্রফেসর ড. রাশিদ আসকারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জরুরি সিন্ডিকেটে প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. শাহিনুর রহমান, ট্রেজারার প্রফেসর ড. সেলিম তোহাসহ সিন্ডিকেট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় ওই কর্মকর্তাদের এ ধরনের কাজ পুনরায় না করার জন্য অঙ্গীকারনামা, বর্তমান কর্মস্থল থেকে বদলি এবং তিরস্কারমূলক শাস্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল লতিফ যুগান্তরকে জানান, 'চাকরি বিধি অনুযায়ী তাদের লঘুদণ্ড দেয়া হয়েছে। শাস্তি হিসেবে দোষী কর্মকর্তাদের এ ধরনের কাজ ভবিষ্যতে না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুচলেকা দিতে হবে, তিরস্কার করা হবে এবং ওই কর্মকর্তারা বর্তমান যে অফিসে চাকরিরত আছে তাদেরকে অন্য অফিসে বদলির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া বাকি নয় জনকেও তিরস্কার করা হবে বলে তিনি জানান।'

এদিকে অভিযুক্ত ওই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নামকাওয়াস্তে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া ভিসির ইউটার্নের নামান্তর বলে মন্তব্য করেছেন ভিসিপন্থি একাধিক সিনিয়র শিক্ষক। তারা বলেন এ ধরনের সিদ্ধান্তে অপরাধ আরও বেড়ে যেতে পারে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক যুগান্তরকে বলেন 'অপরাধের ধরন অনুযায়ী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সেটি হাস্যরসাত্মক। এতে দিনকে দিন আরও অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া। ভিসি প্রফেসর ড. রাশিদ আসকারী যুগান্তরকে বলেন 'সংশ্লিষ্ট তদন্ত কমিটির সুপারিশমালা, অভিযুক্তদের শোকজের জবাব, আইনিভিত্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিকপরিস্থিতি বিবেচনায় এনে সিন্ডিকেট এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এক প্রশ্নের জবাবে ভিসি বলেন— এ প্রশাসন মনে করে এসব অভিযুক্তরা পরবর্তিতে যদি আবারও শৃংখলা পরিপন্থী কোনো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় তাহলে তারা কঠোরতম শাস্তি ভোগ করবে। তিনি আরও বলেন ইউটার্নের কোনো প্রশ্নই আসে না।'